# স্বাধীনতা ও বিজয় দিনের সাতটি ছড়া

দেওয়ান আবদুল বাসেত

## (১)

## একাত্তরে

একাত্তরের নিঝুম রাতে
ঘুম ঘুম সব চোখের পাতে
আকাশ ভাঙ্গা কামান- বোমার
শব্দ ভেসে আসলো
কান্না ভেসে আসলো
খান সেনা ওই দৈত্যগুলো
বাংলাদেশে আসলো।

ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেবে
বুটের তলায় পিষিয়ে দেবে
বাঙালিদের আশার আলো
নিভিয়ে দিতে চায় ওরা
ছিনিয়ে নিতে চায় ওরা
তিন 'মিলিয়ন' বাঙালিদের
রক্ত চুষে খায় ওরা!।

তাইনা দেখে ক্ষেপ্‌লো জেলে
কামার-কুলি, দামাল ছেলে
দস্যুদের ওই শাবল, টেটায়
পাল্টা আঘাত হানলো
বাংলা মাকে জানলো,
নয় মাসের ওই যুদ্ধে ওঁরা
দেশটা কেড়ে আনলো!।

## (২)

## বিজয় দিনের গান

একাত্তরের ডিসেম্বরে
রক্তে রাঙা ভোর এলো,
হায়! নিদারুণ রক্তঝরা
নয়টি মাসের ঘোর গেলো!।

লক্ষ লাশের ভেলায় চড়ে
বাংলা মায়ের মান এলো,
পঙ্গু ছেলের কণ্ঠ থেকে
বিজয় দিনের গান এলো!

মিষ্টি সুবাতাস এলো
লক্ষ ফুলের বাস্ এলো
পাখ্‌না মেলে উড়তে পাখি
মুক্ত নীলাকাশ পেলো।

(৩)

## সেই ছেলেটি

জোনাক-জ্বলা অন্ধকারে
নীরব পরিবেশ,
দখিন দিকের বাতাস এসে
দোলায় গাছের কেশ।

যে ছেলেটি কাঁপতো ভয়ে
শোনলে পেঁচার ডাক,
'ব্রীজ' উড়ালো সে ছেলেটি
লাগলো সবার তাক্!

যে পকেটে থাকতো তাহার
চিনেবাদাম, বুট,
সে পকেটে 'গ্রেনেড' নিয়ে
ছুটছে মরণ ছুট!

যে হাতে তার খেলার সাথী
থাকতো ঘুড়ি, ডাং-
সে হাতে এক অস্ত্র নিয়ে
সাঁতরে পেরোয় গাঙ!

যে ডাকুরা কেড়ে নিলো
ছেলের চোখের ঘুম,
শপথ- তাদের অন্ধকারেই
করবে খতম - গুম্!

ভোর হলো যেই আঁধার শেষে
বিজয় গানের ধুম্,
কিন্তু আহা! ভাঙলো না যে
সেই ছেলেটির ঘুম!!

## (৪)

### নেকড়ে

বন্দুকের ওই বাটটি দিয়ে
বাপকে আঘাত করতে থাকে!
মা-বুবুদের শাড়ির আঁচল
ওরা যখন ধরতে থাকে!
ডানপিটে ওই পিচ্চিগুলো
ঠিক তখনি রাগতে থাকে
তাদের যুতির ঘাইটি খেয়ে
নেকড়েগুলো ভাগতে থাকে!

চিল্লায়ে তাই বলছে ওরা-
নেকড়ে.....
আমরা যে সব বাঘের পোলা
দেখরে চেয়ে দেখরে!!

## (৫)

### মায়ের চোখে জল

সেদিন কী কেউ জানতো
দুরন্ত ওই কিশোর যারা
মায়ের আঁচল টানতো-
সেই ছেলেরা বদলে যাবে
করবে কঠিন পণ!
লড়বে ভীষণ রণ!

জানতো না তো কেউ
মায়ের দেয়া ভালোবাসায়
জাগছে মনে ঢেউ।

দস্যু নিধন শেষে
বাংলা মায়ের বিজয় নিয়ে
ফিরবে বীরের বেশে।

কিন্তু গেলো জান্
মনটি মায়ের কাচের মতো
ভাঙলো যে খান্ খান!!

মায়ের চোখে জল
সেই জলেতে শাপলা ফোটে
গাইছে দোয়েল দল।।

(৬)

## ক্ষিপ্ত ছাগল নাইয়া

নামটি ছাগল নাইয়া
হয়কি মনে ভাইয়া
একাত্তরের যুদ্ধে হারাই
কত্তো পোলা মাইয়্যা।।

আমরা হারাই সব
লক্ষ পাখির রব
হঠাৎ যখন তুলছি ফনা
থাকলো সবাই চাইয়া।
যে এলাকার আমরা নারী
গাঁওটি ছাগল নাইয়া

রাজাকার ও পাইক্যাগোরে
নিত্য পাঠাই যমের ঘরে।

ভাবতো ওরা অবাক হয়ে
এরা কেমন মাইয়্যা!?
ক্ষিপ্ত ছাগল নাইয়া।

(৭)

## স্বাধীনতা

ক্ষ্যাপা বাউলের এক্‌তারা তুমি
নকশী কাঁথার মাঠে,
রবি, নজরুল
হাছন, লালন,
ক্ষীণস্রোতা নদী ঘাটে।

স্বাধীনতা তুমি নীল ডাহুকের
রাতভর ডাকাডাকি,
গাঁও-কিশোরীর
আলতা নিয়ে
হাতে পায়ে আঁকা আঁকি।

মাঝির কণ্ঠে ভাটিয়ালী তুমি
চাষীর কণ্ঠে জারি,
মুক্ত পাখি
আকাশ নীলে
ডানা মেলে সারি সারি।

স্বাধীনতা তুমি বুকের পাঁজর
শিশুর মুখের হাসি,
চপলা কিশোর
খেলার মাঠে
নিথর দুপুরে বাঁশি।

স্বাধীনতা তুমি লাখো জননীর
রাত জাগা হাহাকার,
আজো দেখি হায়!
মান কেড়ে খায়!
বেড়ে গেছে রাজাকার।

স্বাধীনতা তুমি সাড়ে সাত কোটি
বাঙালির কলতান,
তিরিশ লক্ষ
প্রাণের দামে
সূর্য উঠার গান।

স্বাধীনতা তুমি কবি সুকান্ত
জীবনানন্দ, জসিম,
হুমায়ুন আজাদ
কবি সামসুর
যাঁরা দিয়েছে অসীম।

স্বাধীনতা তুমি আমাকে শেখালে
'চির উন্নত মম শীর',
সূর্যসেন ও প্রীতিলতা আজো
বানায় সাহসী বীর।

স্বাধীনতা তুমি আমার চোখে
বর্ণালী ধারাপাত,
রঙ ধনু চুমি
ষড় ঋতু তুমি
জোছনা ধোয়া রাত।

E-mail: **marupalash@gmail.com**
**www.marupalash.net**